হিফজ বিভাগের ছবকী ছাত্রদের ইমতিহানের নীতিমালাঃ

* প্রত্যেক ছাত্রকে তিনটি প্রশ্ন করা হবে। * প্রত্যেক প্রশ্নে দশ লাইন শোনা হবে। * মুমতাহিন সাহেবের জন্য পরীক্ষার্থীর মিকদারে খান্দগীর যে কোন জায়গা থেকে তিনটি প্রশ্ন করার এখতিয়ার থাকবে। * আয়াত (কমপক্ষে ১ লাইন) পড়ে প্রশ্ন করা হবে। * পৃষ্ঠা নম্বর বলে প্রশ্ন করা হবে না। * মোশাবাহার আয়াত দ্বারা প্রশ্ন করা হবে না। * মুমতাহিন সাহেব কুরআন শরীফ দেখে-দেখে শুনবেন।

হিফজ বিভাগের ছবকী ছাত্রদের নম্বর প্রদানের নিয়মঃ

* প্রতি লাইনে ইয়াদে দুই নম্বর। * প্রতি লাইনে ছহীতে এক নম্বর। * হুছনে আদায় দশ নম্বর। * কোন ছাত্র দুই লাইন ছহীহ পড়ে আটকে গেলে সে শুধু এই দুই লাইনের ইয়াদ এবং ছহীর নম্বর পাবে। দুই লাইন ছহীহ পড়েছে, এর উপর বিবেচনা করে ছহীর পুরা নম্বর দেওয়া হবে না।

হিফজ বিভাগের নাম্বারের পরিমাণ

* ইয়াদেঃ ৬০। * ছহীতেঃ ৩০। * হুছনে আদায়ঃ ১০। সর্বমোটঃ ১০০ নম্বর।

হিফজ বিভাগের নম্বর কর্তন

* এক লাইন ইয়াদে এক/একাধিক ভুল পড়লে ২ নম্বর কর্তন করা হবে। * এক লাইন ছহীতে এক/একাধিক ভুল পড়লে ১ নম্বর কর্তন করা হবে। * যদি ইয়াদে আটকে যায় এবং নিজ থেকে দোহরায় তবে তিনবার পর্যন্ত দোহরানোর সুযোগ দেওয়া হবে, এতে নম্বর কর্তন করা হবে না। তৃতীয়বারও পড়তে না পারলে প্রশ্ন বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে যতটুকু পড়েছে তার নম্বর পাবে। * মদ, গুন্নাহ ও হরকতের ভুল ছহীর ভুল বলে গণ্য হবে। * হরফের ভুল, হরফ কম পড়া বা বেশি পড়া, এক হরফের জায়গায় আরেক হরফ পড়া, শব্দের ভুল, শব্দ কম পড়া বা বেশি পড়া, আয়াত ছেড়ে যাওয়া ইয়াদের ভুল বলে গণ্য হবে।

হিফজ বিভাগের খতমী ছাত্রদের প্রশ্নের নীতিমালাঃ

* প্রত্যেক ছাত্রকে চারটি প্রশ্ন করা হবে। * প্রত্যেক প্রশ্নে দশ লাইন শোনা হবে। * প্রথম তিন প্রশ্ন পৃষ্ঠার শুরু থেকে করা হবে। * শেষের প্রশ্ন পৃষ্ঠার মাঝখান থেকে করা হবে। * আয়াত (কমপক্ষে ১ লাইন) পড়ে প্রশ্ন করা হবে। * পৃষ্ঠা নম্বর বলে প্রশ্ন করা হবে না। * মুমতাহিনগণ কুরআন শরীফ দেখে-দেখে শুনবেন।

হিফজ বিভাগের খতমী ছাত্রদের নম্বরের পরিমাণ

* ইয়াদেঃ ৬০। * ছহীতেঃ ৪০। সর্বমোটঃ ১০০ নম্বর

হিফজ খানার খতমী ছাত্রদের নম্বর প্রদানের নিয়মঃ

* প্রতি লাইন ইয়াদে দেড় নম্বর দেয়া হবে। * প্রতি লাইন ছহীতে এক নম্বর দেয়া হবে। * হুছনে আদা ছহীর আওতায় থাকবে, পৃথক নম্বর হবে না।

হিফজ বিভাগের খতমী ছাত্রদের নম্বর কর্তনঃ

* এক লাইন ইয়াদে এক/একাধিক ভুল করলে দেড় নম্বর কর্তন করা হবে। * এক লাইন ছহীতে এক/একাধিক ভুল করলে এক নম্বর কর্তন করা হবে। * ইয়াদে যদি আটকে যায় এবং নিজ থেকেই দোহরায় তবে তিনবার পর্যন্ত দোহরানোর সুযোগ দেওয়া হবে, এতে নম্বর কর্তন করা হবে না। যদি তৃতীয়বারও পড়তে না পারে, তাহলে প্রশ্ন বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে যতটুকু পড়েছে তার নম্বর পাবে। * মদ, গুন্নাহ ও হরকতের ভুল ছহীর ভুল বলে গণ্য হবে। * হরফের ভুল, হরফ কম পড়া বা বেশি পড়া, এক হরফের জায়গায় আরেক হরফ পড়া, শব্দের ভুল, শব্দ কম পড়া বা বেশি পড়া, আয়াত ছেড়ে যাওয়া ইয়াদের ভুল বলে গণ্য হবে।

মকতব বিভাগের ছাত্রদের ইমতিহানের নীতিমালাঃ

ছহীহঃ ৬০ নাম্বার

* ৩০ পারা গ্রুপঃ ১০ লাইন শোনা হবে (প্রতি লাইনে দুই নম্বর)। * ২০ পারা গ্রুপঃ ৮ লাইন শোনা হবে (প্রতি লাইনে আড়াই নম্বর)। * ১০ পারা গ্রুপঃ ৫ লাইন শোনা হবে (প্রতি লাইনে চার নম্বর)। এরূপ যে কোন তিন পৃষ্টায় তিনটি প্রশ্ন হবে, প্রতি প্রশ্নের মান ২০ নম্বর করে। * লাহানে জলি পড়লে প্রতিটি লাইনে (একাধিক হলেও) ৩০ পারা গ্রুপের দুই নম্বর, ২০ পারা গ্রুপের আড়াই নম্বর এবং ১০ গ্রুপের চার নম্বর করে কর্তন করা হবে। তবে নিজ থেকে দুই-তিনবার দোহরানোর দ্বারা যদি শুদ্ধ পড়তে পারে তাহলে কোনো নম্বর কর্তন হবে না। * লাহানে খফি পড়লে প্রতিটি লাইনে খফির জন্য এক নম্বর করে কর্তন করা হবে।

কাওয়ায়েদঃ ২০ নম্বর

* ১০টি মদের মধ্যে যে কোন ১টিঃ ৫ নম্বর। * নূন ছাকিন ও মিম ছাকিন হতে ১টিঃ ৫ নম্বর। * ১৭টি মাখরাজ হতে ১টিঃ ৫ নম্বর।
* ر, 'র' পুর ও বারিক এবং লফজ الله পুর ও বারিক, ওয়াজিব গুন্নাহ, ক্বলক্বলা এসব হতে যে কোন ১টিঃ ৫ নম্বর।
* যদি ছাত্ররা কুরআন তিলাওয়াত ছহীহভাবে পড়ে কিন্তু তাজবিদের কায়দার বিবরণ কিতাব অনুপাতে দিতে না পারে তাহলে প্রতিটি কায়দার ভুলের জন্য ২ নম্বর করে কর্তন করা হবে।

রওয়ানিগীঃ ২০ নাম্বার

* ১০ পারা গ্রুপ, * ২০ পারা গ্রুপ, * ৩০ পারা গ্রুপ। রাওয়ানিগীর ক্ষেত্রে ছাত্রদের স্তর ঠিক করে নিয়ে নম্বর দিবেন।

বিঃ দ্রঃ সকল বিভাগের ছাত্রের জন্য ইমতিহান নেওয়ার সময় সর্বোচ্চ ১৫ মিনিট দেওয়া যাবে।